কালের কণ্ঠ

তারিখ 23 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

‘শিক্ষা পণ্য নয় অধিকার’

মানববন্ধনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষা কোনো পণ্য নয়, অধিকার। ভ্যাট দিয়ে শিক্ষা কিনলে আর কেউ শিক্ষার্থী থাকবে না, তাদের ক্রেতা নামে চিহ্নিত করা উচিত। তাই সরকারকে উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপের আগে নির্ধারণ করতে হবে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ালেখা করে, তারা শিক্ষার্থী না ক্রেতা। আর এক দেশে তো দুই নিয়ম চলতে পারে না। গতকাল সোমবার রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক মানববন্ধনে এসব কথা বলেন কয়েকজন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। মানবন্ধনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবি জানান তাঁরা।

মানববন্ধনে বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশত শিক্ষার্থী অংশ নেন। মানববন্ধন শেষে শিক্ষার্থীরা অর্থ মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচি পালন করতে গেলে সচিবালয়ের ৫ নম্বর গেটের সামনেই তাঁদের আটকে দেয় পুলিশ। এ সময় শিক্ষার্থীরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ১০ শতাংশ হারে মূসক (ভ্যাট) প্রত্যাহারের দাবি জানান। প্রস্তাবিত বাজেটের আরোপিত ভ্যাট প্রত্যাহার না করলে চার লাখ শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে পুরো ঢাকা শহর স্থবির করে দেওয়া হবে বলে হুমকিও দেন তাঁরা।

আগামী বাজেটে অতিরিক্ত ভ্যাট সংযোজনের বিষয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে এক শিক্ষার্থী বলেন, শিক্ষামন্ত্রী প্রায়ই বলেন, ‘আমরা পাবলিক ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে পার্থক্য করি না।’ অথচ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একপ্রকার বিনা মূল্যে পড়ছে আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের পকেট কাটার পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে।

ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী এস এম শুভ্র ভৌমিক বলেন, ‘অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থী দেখে কেউ মনে করবেন না আমরা সংখ্যায় কম। আমাদের সঙ্গে চার লাখ সমর্থক রয়েছে। আমাদের পরবর্তী কর্মসূচিতে চার লাখ শিক্ষার্থী পুরো শহর স্থবির করে দেবে। সুতরাং আন্দোলনে যাওয়ার আগেই ভ্যাটের প্রস্তাব প্রত্যাহার করুন।’

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী মো. ঝন্টু শুভ বলেন, ‘ভ্যাট আরোপের প্রস্তাব ইউজিসির তৈরি করা ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্রের প্রথম ধাপ। শিক্ষার্থীদের ভাবার সময় এসেছে যে তারা কি উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এসেছে নাকি ভ্যাট দিয়ে উচ্চশিক্ষা নামক পণ্য কিনতে এসেছে। সরকার ভ্যাট আরোপ করলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক টাকাও পকেট থেকে যাবে না। তারা ঠিকই বিভিন্ন ফি বাড়িয়ে দিয়ে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই এ ভ্যাটের টাকা আদায় করে নেবে।’

অর্থমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে শিক্ষার্থীরা বলেন, ‘বাজেটের আগে যেমন পণ্যের দাম বাড়ে। তেমনি শিক্ষার দাম বাড়িয়ে শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করা হচ্ছে।’